262

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...18-MAY 1996
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সন্ত্রাসমুক্ত রাখা হোক

মুহম্মাদ হাবিবুর রহমান

আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯ জন প্রাক্তন অধ্যাপককে তাদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মাননা জ্ঞাপনের জন্য এই মহতী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। একজন প্রাক্তন ছাত্র ও প্রাক্তন শিক্ষক হিসেবে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। এই ধরনের অনুষ্ঠানের একান্ত প্রয়োজন ছিল। আজ সর্বজনশ্রদ্ধেয় ২৯ জন প্রাক্তন অধ্যাপককে সম্মাননা জ্ঞাপন করে আমরা একটা বড় কর্তব্য পালন করলাম। ব্যক্তিগতভাবে আমি তাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

২। প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা সত্ত্বেও এবং স্বাক্ষর-শিক্ষিতের সংখ্যা স্বল্প হলেও বিদ্বজ্জনের প্রতি সম্ভ্রমবোধ ও শ্রদ্ধাশীলতা আমাদের সংস্কৃতিতে আবহমানকাল থেকে বিদ্যমান। য়ুরোপীয়দের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হওয়ার বহু আগে থেকে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে–মঠে–বিহারে ও মক্তব–মাদ্রাসায়–বিদ্যাচর্চা অব্যাহত ছিলো। বলাবাহুল্য, শুধু আমাদের দেশে নয়, য়ুরোপেও উচ্চশিক্ষায় ধর্ম ও চিকিৎসাশাস্ত্র প্রাধান্য পেয়ে আসছিলো উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত। বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাস একদিক থেকে অনেক প্রাচীন। যুক্তিবাদের ঐতিহ্যে লালিত বিজ্ঞানচর্চার বয়সে তেমন প্রবীণ নয়।

৩। অফিস-আদালতে ফার্সি উঠে যাওয়ার পর আমাদের দেশের বৃহত্তম ধর্মীয় গোষ্ঠী বড় ফাঁপরে পড়ে। রাজ ভাষা ও মাতৃভাষা শেখার মধ্যে তাদের একটা দোটানা ভাব ছিল। ইংরেজি শিখে ব্রাহ্মণসন্তান যখন স্বধর্ম ছেড়ে রাজধর্ম গ্রহণ করেন তখন অহিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেও আতঙ্কগ্রস্ত হয়। আসল কথা কিন্তু শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করতে না পারায় দুনিয়াদারির জন্য যে ইংরেজি শেখা একান্ত আবশ্যকীয় হয়ে উঠেছিলো, তা অনেক মুসলমান পরিবারের পক্ষে সম্ভব হয়নি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ তিন দশক থেকে যখন অর্থকরী ফসলের কাঁচা টাকা কৃষকদের ঘরে এলো, তখন থেকে শিক্ষার আন্দোলনে মুসলমানরা ব্যাপৃত হলেন। লক্ষণীয়, রাজনৈতিক আন্দোলনের চেয়ে শিক্ষা প্রসারের আন্দোলনে তারা বেশি আগ্রহী ছিলেন। 'দারুল হারব' ও 'দারুস সালাম'–এর দ্বন্দ্ব ভুলে গিয়ে নিম্নবিত্ত বা মধ্যবিত্ত মুসলমান তার সন্তানকে শিক্ষা দিতে চাইলেন। শিক্ষার প্রতি সম্ভ্রমবশত দরিদ্র মুসলমানেরও ঘরে জায়গির মাস্টার সাহেবের জন্য একটা জায়গা নির্দিষ্ট ছিল।

৪। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করার দশ বছর পর ১৯২১ সালে 'splendid imperial compensation' চমৎকার সাম্রাজ্যিক খেসারত হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের ফলে এই অঞ্চলের অবহেলিত জনগণের মধ্যে যে আশার সঞ্চার হয়েছিল, বঙ্গভঙ্গ রদ করার ফলে সে আশা ও সে স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যায়। মুসলমান সমাজে শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন দাবি–দাওয়া বেশ জোরের সঙ্গে পেশ করেন উনবিংশ শতাব্দীর শেষ তিন দশক থেকে। বৃটিশ সরকার ১৯১২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেন। তৎকালীন নেতৃস্থানীয় হিন্দু সমাজ, বিশেষ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমাজ এর বিরোধিতা করেন। তাদের ধারণা ছিল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হবে একটি ধর্মভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এর শিক্ষার মান ভালো হবে না এবং এটা হবে বৃটিশের 'Divide and Rule' নীতিরই অংশ।

৫। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম কোর্টের সভায় ইংরেজ ভাইস–চ্যান্সেলর হার্টগ বলেছিলেন যে, ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অধ্যয়নই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম মূল লক্ষ্য হবে। এইসব কথা লক্ষ্য করে বিদূষকরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে মক্কা বিশ্ববিদ্যালয় বলতো। ১৯২১ সালের ৭ জানুয়ারি সুধীসমাবেশে বক্তৃতাকালে হার্টগ শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের পশ্চাৎপদতা এবং অধিক হারে তাদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, এটা কোন মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় হবে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দিকে এখানে হিন্দু শিক্ষার্থীরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। ১৯২১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ মাইল পরিধির মধ্যে ছাত্র সংখ্যা ছিলো আটশ'। আজ যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান সংকুচিত সেখানে মোট ছাত্রের সং[illegible]বিশ হাজার। অতি সম্প্রসারণে যেমন সাম্রা[illegible] ভেঙ্গে যায়, তেমনি অতি সম্প্রসারণে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মানও বিনষ্ট হতে পারে। প্রতিষ্ঠার দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা শিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন তাদের পাণ্ডিত্য ও জ্ঞান–গরিমার খ্যাতি ছিল বিশ্বজোড়া।

৬। এক প্রজন্মের মানুষ তার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা শিক্ষার মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মের হাতে তুলে দেয়। এইভাবে মানুষের জ্ঞানভান্ডার প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি লাভ করেছে। মানব সমাজ স্থিতু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা মানুষ উপলব্ধি করে। তবে মানব–ইতিহাসে উচ্চ শিক্ষার এত প্রয়োজন আর কোনোদিন এত বড় হয়ে দেখা দেয়নি। শিক্ষিত কর্মকর্তা ও কর্মচারী ছাড়া রাষ্ট্রকর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে না। একদিকে যেমন জ্ঞানের পরিধি যত বাড়ছে, তেমনি সমাজসংস্থার সংগঠন রক্ষা করার জন্য তত শিক্ষিত লোকের প্রয়োজনও বাড়ছে। মহান ব্যক্তিত্ব, বৃহৎ সমাজব্যবস্থা, বিরাট সাম্রাজ্য–যা কিছু বড় সব উচ্চশিক্ষার সাহায্য ছাড়া সম্ভব হয়নি। হামুরাব্বির সময়ও দক্ষ খোদাইকারের প্রয়োজন ছিলো শিলানুশাসন রচনা করার জন্য। প্রতিটি প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসে শিক্ষা–প্রশিক্ষণের দান সুস্পষ্ট। দিগিজ্বয়ী সেকান্দার শাহের সৈন্যবাহিনীর সফরসঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিকগণ। নওরতনে সমাবেশ ঘটেছিল উম্মি আকবরের সভায়। কেবল তলোয়ারের জোরে সাম্রাজ্য টেকে না। মুঘল শাসক–প্রশাসকরা তাদের তাজিক–তাওয়ারিখে ও আইন–ফতোয়ায় এবং ইংরেজ শাসকরা তাদের রিপোর্ট ডেস্প্যাচে ও ডায়েরিতে তাদের পরিশীলিত মনের পরিচয় রেখে গেছেন।

৭। এই শিক্ষার আন্দোলন অবশেষে সামান্য প্রজা–খাতকের অধিকার–রেয়াতের দাবির সঙ্গে, উদীয়মান মধ্যবিত্তের আকাঙ্ক্ষা ও অধিকারের দাবির সঙ্গে মিশে গিয়ে স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় মুসলমানদের সুসংহত করে। পাকিস্তানের দাবিতে প্রায় সবাই সেদিন সোচ্চার ছিলো।

৮। এ দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যমন্ডিত ভূমিকা সর্বজনবিদিত। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, উনসত্তরের গণভ্যুত্থান, ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ ইত্যাদি সকল গণতান্ত্রিক সংগ্রামে ও আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র–শিক্ষকদের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। সমাজের শিক্ষিত শ্রেণী প্রতিভূ হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র–শিক্ষক সমাজকে অবশ্যই সমাজ–সচেতন ও রাজনীতি সচেতন হতে হবে। তবে স্বাধীনতা–উত্তরকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনে রাজনীতি চর্চার অনেক নেতিবাচক দিক ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র–শিক্ষকরা আদর্শহীন পেশাদার রাজনীতির শিকার হবেন না, বরং আদর্শভিত্তিক রাজনীতির পথ প্রদর্শক হবেন, এটাই সকলের আশা। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে মেধাবী ছাত্রদেরকে যেভাবে ছাত্র–রাজনীতির নেতৃত্ব দিতে দেখা যেতো, এখন আর তেমনটি দেখা যায় না। মেধাবী ছাত্ররাই কি বড় স্বার্থপর ও সমাজবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, না কি ছাত্র–রাজনীতিতে কোথায়ও ধস নেমেছে?

৯। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের রাজনীতি চর্চা এবং তাদের কর্তব্যপরায়ণতার ও দায়িত্ব সচেতনতা সম্বন্ধে আজকাল যে সমালোচনা শোনা যায় তার পেছনে রয়েছে এক বড় প্রত্যাশার অপূরণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাছ থেকে বড় মুখ করে অনেক আশা করা হয় বলেই তাদের সামান্যতম ত্রুটি–বিচ্যুতি বা সামান্যতম স্খলন বড় হয়ে দেখা দেয়। আমি জানি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন অনেক নিবেদিতপ্রাণ ও প্রতিভাবান শিক্ষক রয়েছেন যারা পৃথিবীর যেকোন শীর্ষস্থানীয় বিদ্যাপীঠের জন্য গৌরবের কারণ হতে পারেন। চতুষ্পার্শ্বস্থ আবহাওয়ার জন্য অনেক প্রতিভাধর শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংসারের ভার বহন করতে চান না, অকালে বানপ্রস্থের পথ তারা বেছে নিয়েছেন এবং কেবল অধ্যয়ন–অধ্যাপনায় নিজেদের সীমিত বা খন্ডিত করে রেখেছেন। আজ যারা সর্বজনশ্রদ্ধেয় শিক্ষক তারাও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কর্মকান্ড পরিচালনায় ও শিক্ষক সমাজের নেতৃত্বদানের ক্ষেত্রে তেমন উৎসাহ বোধ করেন না। শিক্ষকদের বর্তমান রাজনীতি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসনিক কাঠামো প্রতিভাবান শিক্ষকদের উদ্যোগী ভূমিকা পালনের হয়তো বা অনুকূল নয়।

১০। প্রতিবছর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সেরা ছাত্রদের একটা বড় অংশ উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশে চলে যান। এদের অধিকাংশই উচ্চশিক্ষা

দৈ. সংবাদ

তারিখ ...18-MAY 1996
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

লাভের পর আর দেশে ফিরে আসেন না। যারা ফিরে আসেন তাদের অনেকেরই কিছুদিনের মধ্যেই আশাভঙ্গ হয়। তারা আবার বিদেশে পাড়ি দেন। এ প্রবণতা আশঙ্কাজনকভাবে ক্রমেই বাড়ছে। এই বিপুল সংখ্যক মেধাবী ব্যক্তির পরবাস আমাদের উচ্চ শিক্ষার ও গবেষণার প্রসার ও মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১১। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে স্নাতকোত্তর বিশেষত ডক্টরেট পর্যায়ের শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ ও মান এখনও খুব আশাব্যঞ্জক নয়। মেধাবী ছাত্রদের আকৃষ্ট করার জন্য এ সুযোগ যথেষ্ট নয়। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তত কিছু কিছু বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার জন্য আন্তর্জাতিক মানের centres of excellence ঔৎকর্ষ্য–কেন্দ্র স্থাপন করা যায় কি না, তার সম্ভাবনা সম্পর্কে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা দরকার। এ ধরনের ঔৎকর্ষ্য– কেন্দ্র তৈরি করা গেলে আমাদের আর্থ–সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ অনেক প্রাসঙ্গিক বিষয়ের ওপর উন্নতমানের মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করা সম্ভব হবে। উন্নতমানের গবেষণালব্ধ জ্ঞান থেকে সমাজ লাভবান হবে। তখন হয়তো বা বিদেশে বসবাসরত প্রতিভাবান ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষকগণও গৃহে প্রত্যাবর্তনে আকৃষ্ট হবেন।

১২। শিক্ষা মানুষের একটি মৌলিক চাহিদা, আবার শিক্ষা এক ধরনের বিনিয়োগও। আমি আশা করব, সীমিত সম্পদের দেশে শিক্ষার বিনিয়োগ থেকে সমাজ কিভাবে সবচেয়ে লাভবান হতে পারে সেদিকে শিক্ষা–পরিকল্পনাবিদগণ দৃষ্টি [illegible]। স্কুল–কলেজের শিক্ষার মান উন্নত করা না [illegible] উচ্চশিক্ষার মান উন্নত করা যাবে না। ক্রমবর্ধমান সামাজিক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চশিক্ষার প্রসার ঘটাতে গিয়ে শিক্ষার মানের ওপর যাতে কোন বিরূপ প্রভাব না পড়ে সেদিকে আমাদের অনুক্ষণ লক্ষ্য রাখতে হবে। উচ্চশিক্ষার পাঠ্যক্রম আমাদের আর্থ–সামাজিক পরিবর্তনশীল চাহিদার সঙ্গে কতখানি সামঞ্জস্যপূর্ণ তাও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা দরকার। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা ক্ষেত্রে আমরা এখনও পাশ্চাত্যের মুখাপেক্ষী। বিদেশের গবেষণালব্ধ জ্ঞানকে আত্মস্থ করে কি করে তা আমাদের সমাজের সঙ্গে স্বাঙ্গীকরণ করা যায়, সে বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তা–ভাবনার অবকাশ আছে। আমরা উচ্চ শিক্ষার সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষাদানের মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষার প্রচলন করেছি। অথচ সে অনুযায়ী বাংলা ভাষায় উচ্চমানের পাঠ্যপুস্তকপ্রণয়নের ব্যবস্থা করতে পারিনি।

১৩। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এর আবাসিক চরিত্র। নানা কারণে ১৯৪৭ সালের পর সেই চরিত্র বদলে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে ছাত্র আহত হলে কাউকে হুকুম না দিয়ে টার্নার সাহেব ছুটে গিয়ে নিজে বালতি ভরে পানি নিয়ে আসেন। ছাত্র রাত জেগে পড়ছে এবং ঠিক সময়ে বাতি নেভায়নি দেখে ল্যাংলে সাহেব কাজী মোতাহার হোসেনকে বলেন, 'নো নো। এটা ভারি অন্যায়। রীতিমতো সময়ে তোমরা ঘুমাবে। রীতিমতো সময়ে তোমরা উঠবে।' আবার সেই কাজী মোতাহার হোসেনের বইয়ের ভূমিকা পড়ে খুশি হয়ে সত্যেন বসু সকলকে শুনিয়ে বলেন, 'দেখ তোমরা কেউ লিখতে পারতে? পারতে না। এ আমার ছেলে!' এমনটি আজ হয়তো বা হয় না, কিন্তু ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের স্নেহ আজও সম্পূর্ণ উবে যায়নি। অর্থনীতির উদীয়মান অধ্যাপক আমার পুত্রবৎ নুবান আহমেদ যেদিন অপঘাতে মৃত্যুবরণ করেন, সেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক বেদনায় ভেঙে পড়েন। আমি তার মরণোত্তর সকল ধর্মীয় কর্মে যোগদান করি। আজ সরকার প্রধান হিসেবে এখনো তার হত্যার কোনো কিনারা আমি করতে পারছি না। তার জন্য আমি নিজের কাছে বড় ছোটো হয়ে আছি। যখনই কোনো নরহত্যা ঘটে, তখন তার প্রতিবিধান করা সরকারের একান্ত কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। সরকারের অপারগতার ফলে সমাজে যে বিষবৃক্ষের জন্ম হবে তার কুফল কিন্তু বড় সুদূরপ্রসারী।

১৪। অধ্যাপক রাজ্জাক যার এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সব নাড়িনক্ষত্র জানা, তিনি পুরোনো দিনের একটা কথা আমাকে বলেছিলেন। একজন অধ্যাপক সখের হোমিওপ্যাথি করতেন। তার হাতযশ ছিল। তৎকালীন ইংরেজ উপাচার্য তাকে ডেকে বলেন, আপনি দাতব্য চিকিৎসা করছেন ভালো কথা, কিন্তু যে সময়টা এ ব্যাপারে ব্যয়িত হচ্ছে সেটা তো অধ্যাপনার খাতে ব্যয় করা উচিত। এক সময় ছিল যখন ১০ টাকা সম্মানীতে রেডিও প্রোগ্রাম করতে হলে কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন লাগতো। কনসালটেন্সির যুগে এইসব কথা বড় অপ্রাসঙ্গিক শোনাবে। যে কথা বলতে যাচ্ছিলাম, আবাসিক বা অনাবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজের সংসারের কাজ সেরে অধ্যাপকের যে সময়টা বাড়তি হয়, সেটা সাধারণত অধ্যাপনার স্বার্থে ব্যয়িত হওয়ার এক সময় রেওয়াজ ছিল। মুষ্টিমেয় শ্বাপদ ও সরীসৃপের দৌরাত্ম্যে আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অতিষ্ঠ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে আজ যেন সারা বাংলাদেশ জিম্মি। সমাজে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাধান্যের যে কি গুরুত্ব তা এই বেদনাদায়ক অবস্থা থেকেই বোঝা যায়। হাতেগোনা কিছু সশস্ত্র সন্ত্রাসী, যারা সকলে শিক্ষার্থীও নয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অভয়ারণ্য ভেবে যেভাবে বিচরণ করতো তারা হয়তো এখন তা আর পারছে না। এই সন্ত্রাসীদের দোসররা আবার ফিরে এসে যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম ক্ষুণ্ণ না করতে পারে তার জন্য আমাদের সকল প্রচেষ্টা নিতে হবে।

১৫। জাতি হিসেবে গৌরবময় ঐতিহ্য ধার রাখা, তাকে সমৃদ্ধতর করে তোলা এবং একবিংশ শতাব্দীর প্রতিযোগিতার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য উচ্চ শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। সমাজ থেকে আলাদা করে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা হয় যাতে বাইরের ঝুটঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে নির্ঝনঝাটে ছাত্র ও শিক্ষকগণ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় নিজেদের নিয়োজিত করতে পারেন। সমাজে নিম্নচাপের সৃষ্টি হলে ঝড়ঝাপটা বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়াল টপকে আঘাত হানবে। নতুন সামাজিক প্রশ্ন সাধারণত তরুণ মনে প্রথম আলোড়নের সৃষ্টি করে। সমাজের ভেতরকার অস্থিরতার কিছু প্রতিফলন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়বে, তা আর বিচিত্র কী। সেই অস্থিরতার ফলে যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম অনিয়মিতভাবে বন্ধ হয়ে যায় তা হলে গোটা জাতিই অন্ধকারে নিপতিত হবে। আপনাদের সকলের প্রতি আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, দেশের এই সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠকে সন্ত্রাসমুক্ত করুন। আগামী প্রজন্মের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় রাখুন।

[লেখক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা। লেখাটি গত বৃহস্পতিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সভায় পঠিত]